স্বাধীনতার ঘোষণা

কোন্‌টি সঠিক, কোন্‌টি বেঠিক

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ গতকাল শুক্রবারের বেগম সুফিয়া কামাল গণগ্রন্থাগার চত্বরে শুরু হয়েছে পক্ষকালব্যাপী 'স্বাধীনতা বইমেলা'। সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বেগম সেলিমা রহমান এমপি গতকাল দুপুরে এ বইমেলা উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'আমাদের মহান স্বাধীনতার স্মরণে অনুষ্ঠিত এই বইমেলা পর্যায়ক্রমে বিভাগীয় ও জেলা শহরে ছড়িয়ে দেয়া হবে। ভবিষ্যতে এই মেলা মার্চ মাস জুড়ে আয়োজনের ব্যবস্থা করা হবে। শওকত ওসমান মিলনায়তনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান চৌধুরী ও গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের পরিচালক এম ইসহাক ভূঁইয়া।

মেলায় আর্কাইভস ও গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস বিষয়ের প্রদর্শন নিয়ে একটি স্টল এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের দেশের পুরাকীর্তি নিয়ে একটি স্টল দর্শকদের কাছে ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয়। মেলায় সরকারি-বেসরকারি সব মিলিয়ে ৫০টি স্টল স্থান পেয়েছে। মেলা আগামী ১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত চলবে।

গণগ্রন্থাগার চত্বরে শুরু হওয়া স্বাধীনতা বইমেলায় আর্কাইভস ও গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের স্টলে প্রদর্শিত হচ্ছে ঘোষণা ঃ পৃঃ ২ কঃ ৩

ঘোষণা ঃ স্বাধীনতার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জিয়াউর রহমান প্রদত্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদর্শিত এ ঘোষণা এবং ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রে সংরক্ষিত জিয়াউর রহমান ঘোষণার কোন মিল নেই।

স্বাধীনতা বইমেলায় প্রদর্শিত এই ঘোষণার বক্তব্য হচ্ছে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ মেজর জিয়াউর রহমানের ঘোষণা "আমি মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। বর্বর পাঞ্জাবী সৈন্যরা অকস্মাৎ আমাদের শান্তিকামী জনগণের উপর আক্রমণ করেছে। তারা সকল সামরিক বিধিসমূহ লংঘন করেছে। তারা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। আমি সকল সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি যে, তারা যেন বাংলাদেশের পাশবিক গণহত্যার বিরুদ্ধে স্ব-স্ব দেশে জনমত গড়ে তোলেন। ইশনাল্লাহ আমরা হানাদার পশুদের খতম করতে দুই দিনের বেশী সময় নেব না। জয় আমাদের হবেই। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। খোদা হাফেজ।"

অন্যদিকে ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় প্রকাশিত ও হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র ৩য় খণ্ডের ১ম, ২য় ও ৩য় পৃষ্ঠায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রচারিত অনুষ্ঠানমালার টেপ রেকর্ড থেকে সংগৃহীত ও দিল্লির দি স্টেটসম্যান পত্রিকা উদ্ধৃত করে ১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চ মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা হচ্ছে, "আমি মেজর জিয়া, বাংলাদেশ লিবারেশন আর্মির অস্থায়ী কমান্ডার-ইন-চিফ হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। আমি এও ঘোষণা করছি, শেখ মুজিবুর রহমানের অধীনে আমরা সার্বভৌম, বৈধ সরকার প্রতিষ্ঠা করেছি যা আইন ও সংবিধানসম্মতভাবে পরিচালিত হবে। আন্তর্জাতিকভাবে এ নতুন গণতান্ত্রিক সরকার জোটনিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাসী। এ সরকার বিশ্ব শান্তির জন্য সংগ্রাম করছে এবং সকল জাতির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী। আমি সকল সরকারের প্রতি বাংলাদেশে নৃশংস গণহত্যার বিরুদ্ধে স্ব-স্ব দেশে জনমত গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীন, সার্বভৌম ও বৈধ গণতান্ত্রিক সরকার সকল গণতান্ত্রিক জাতির সঙ্গে একই পরিচয়ে পরিচিত।" (ইংরেজি থেকে অনুবাদ)।